ঠাকুরগাঁও-১ আসনে মির্জা ফখরুল

শামসুল আলম, ঠাকুরগাঁও:: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ (সদর) আসন থেকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আবারও ধানের শীষ প্রতীকে লড়াই করবেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াই, আন্দোলন, জেল-জুলুম পেরিয়ে নিজের এলাকা ঠাকুরগাঁওয়ে ফিরে এসে নির্বাচনী মাঠে নামছেন দলের হাল ধরে রাখা এই অভিজ্ঞ নেতা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব নিজেই। সেখানে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে তার নিজের নাম ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে প্রার্থী হিসেবে নাম আসে সাবেক সংসদ সদস্য মো. জাহিদুর রহমানের। তবে ঠাকুরগাঁও-২ আসনের প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেনি দলটি।

তবে মির্জা ফখরুলের নিজ আসনে প্রার্থী হওয়ার খবরে ঠাকুরগাঁও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা মনের মধ্যে আনন্দের ইমেজ। অকেই বরছেন ধানের শীষের জন্য এ আসন আবারও এক হবে। জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি গ্রাামীণ জনপদেও এখন দলটির মহাসচিবকে ঘিরে আলোচনা। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কে এর ধানের শীষ প্রতীকে বিজয়ী করতে মান চোষে বেরাচ্ছে দলটির বিভিন্ন নেতাকর্মীরা। এতে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে মির্জা ফকরূল ইসলাম বিজয়ী করতে হাজার হাজার মানষের সমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে তারেক রহমানের ৩১ দফার ইশতেহার। উন্নয়ন হবে জেলার। রুপান্তরিত করা হবে আধুনিক জেলায়।

স্থানীয়রা বলছেন, ঠাকুরগাঁও-১ আসনটি সবসময়ই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি আসন। এখানে ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও মাঠপর্যায়ের গণসংযোগ সবকিছু মিলিয়ে লড়াই হয় তীব্র। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রার্থিতা আসনটিকে আরও আলোচনায় এনেছে। তবে এবার আওয়ামী লীগ না থাকায় মূল লড়াই হবে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে সূরা সদস্য দেলাওয়ার হোসেনের সঙ্গে।

এদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রার্থিতা ঘোষণায় ছাত্রদলের